সংবাদ

তারিখ 26 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৩৫ কলাম ২

সৈয়দ আবুল হোসেন একাডেমি

শিক্ষায় এগিয়ে থাকলেও পিছিয়ে অবকাঠামোয়

প্রতিনিধি, কালকিনি (মাদারীপুর)

কয়েক বছর ধরে জেএসসি ও এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে মাদারীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ স্কুল হিসেবে স্বীকৃতি মিলছে কালকিনি সৈয়দ আবুল হোসেন একাডেমীর। আর পুরস্কার স্বরূপ শিক্ষা মন্ত্রনালয় থেকে লক্ষ টাকা উদ্দীপনা উপহার পেয়েছে কয়েকবার। শিক্ষা গ্রহনে প্রতিবছরই স্কুলটি থেকে সুদুর আমেরিকা পাঠানো হচ্ছে মেধাবী শিক্ষার্থীদের। সৃজনশীল মেধা বিকাশ পরীক্ষায় প্রতিবছরই সর্বোচ্চ শিক্ষার্থী অংশগ্রহন করে জেলার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে তারা। আর শিক্ষা গ্রহনের পাশাপাশি স্কাউটে দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে উক্ত স্কুলের শিক্ষার্থীরা প্রেসিডেন্ট এ্যাওয়ার্ড পর্যন্ত লাভ করেছে। এত সাফল্যের পরেও স্কুলটিতে তুলনামূলক অবকাঠামো উন্নয়ন না হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়ছে স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও অভিবাবকবৃন্দ। তারা স্কুলটির অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃষ্টি আর্কষণ করেছেন। জানাগেছে, কালকিনি উপজেলার ছেলে মেয়েদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে ১৯৯৫ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন কালকিনি পৌরসভার প্রতিষ্ঠাতা প্রশাসক আবুল কালাম আজাদ। আর স্কুল প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দিয়ে মানসম্পন্ন শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করায় একের পর এক সাফল্য ধরাদেয় স্কুলটির ঝুড়িতে। কিন্তু ফলাফলসহ অন্যান্য বিষয়ে সাফল্য ধরা দিলেও অবকাঠামো উন্নয়নে স্কুলটি জেলার সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। জরাজীর্ণ টিনসেডের ঘরে ৯ শতাধিক ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ কার্যক্রম চলছে এক প্রকার জোড়াতালি দিয়ে। একই বেঞ্চে ৬/৭ ছাত্র/ছাত্রীর বসা লাগছে। ঝড় বৃষ্টি আসলে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা ভিজে হয়ে যান একাকার।

স্কুলের. শিক্ষার্থী আমিরুল ইসলাম আবির, রাহাত, ইসরাত জাহান মুন, ধৃতি, সাদিয়া খান, শ্রাবণী, আহাদ, শুভ, নুপুর ঐশি, লাবণীসহ শতাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন একই বেঞ্চে আমাদের ৬/৭ ছাত্র/ছাত্রী বসতে হয়। আর স্কুলের টিনসেডের ঘর দিয়ে ঝড় বৃষ্টি দিনে পানি পড়ায় আমারা ভিজে যাই। সাথে বই খাতাও ভিজে যায়। আমরা আমাদের স্কুলটির অবকাঠামো উন্নয়ন চাই।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক বি.এম হেমায়েত হোসেন আক্ষেপ করে বলেন, এত ভাল ফলাফল হওয়া সত্বেও আমাদের বিদ্যালয়টির অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে না। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আবুল কালাম আজাদসহ অন্যরা উন্নয়নের জন্য শত চেষ্টা চালালেও অদৃশ্য কোন শক্তির বলে তা সফল হচ্ছে না। আমরা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কষ্ট লাঘবে স্কুলটির অবকাঠামো উন্নয়ন চাই।